রবীন্দ্র উপন্যাস

আবহমান পাঠ

সম্পাদনা
অরীন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী
হাবিব সরকার
নীলমণি সাহা রায়

রবীন্দ্র উপন্যাস
আবহমান পাঠ

সম্পাদনা
অরীন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী হাবিব সরকার নীলমণি সাহা রায়

SOPAN
সোপান
কলকাতা

'মালঞ্চ' উপন্যাসে নীরজার মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েনের দ্বন্দ্ব	গৌরাঙ্গ সরকার	৩৯৬
মালঞ্চ উপন্যাসে তিনটি চরিত্রের মূল্যবোধ সমস্যা ও বিবেকদংশন	নবনীতা বৈদ্য	৪০২
নারী মনের অন্তর্দ্বন্দ্বের আলোকে 'মালঞ্চ'	সোনালী সরকার	৪১১
ক্ষয়িষ্ণু দাম্পত্যের চিত্রকল্প : প্রসঙ্গ রবীন্দ্রনাথের 'মালঞ্চ' উপন্যাস	দেবাশীষ ঘোষ	৪১৯
চার অধ্যায়: রাজনৈতিক ভাবনা ও নান্দনিকতা প্রসঙ্গ	গৌতম জানা	৪২২
রবীন্দ্র উপন্যাসের বহুরূপতা	নাহিদ পারভিন	৪৩১
'চতুরঙ্গ' ও 'ঘরে বাইরে' চারিত্রিক বিপ্রতীপে শচীশ ও সন্দীপ	জয়ন্তী ভট্টাচার্য্য	৪৩৭
রবীন্দ্র উপন্যাসে বিপ্রতীপ নারী চরিত্র : প্রসঙ্গ "দুই বোন" ও "মালঞ্চ"	তিথি ঘোষ	৪৪৬
রবীন্দ্র উপন্যাসের চলচ্চিত্রায়ন — নিরীক্ষা ও নির্মাণের ধারাবাহিক উপাখ্যান	অরীন্দ্রজিৎ ব্যানার্জী	৪৫৭
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর প্রথম ছয়টি উপন্যাসে ব্যবহৃত চিঠি-পত্রের গুরুত্ব	পূরবী প্রামাণিক	৪৬৭
নির্বাচিত রবীন্দ্র উপন্যাসে অপ্রধান চরিত্রের প্রাসঙ্গিকতা	সুমিত চ্যাটার্জী	৪৮২
রবীন্দ্র উপন্যাসে বন্ধুত্ব	সাথী ত্রিপাঠী	৪৯২
রবীন্দ্র উপন্যাসে নারীভাবনা	শুভম চ্যাটার্জী	৫০১
রবীন্দ্র উপন্যাসে ইতিহাস প্রসঙ্গ	প্রদীপকুমার পাত্র	৫১৩
ঘরে-বাইরে ও চার অধ্যায়ের উপন্যাসের প্রেক্ষিতে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রাজনৈতিক মনন	দেবলীনা অধিকারী	৫২১
রবীন্দ্র—উপন্যাসে দাম্পত্য সংকট	সোনালী দাস	৫২৭
কুন্দ-রোহিনী থেকে বিনোদিনী-দামিনী বিধবার প্রেম-পরিণয়-পরিণতি	প্রীতম চক্রবর্তী	৫৩৭
স্বাধীনতা পূর্ববর্তী গ্রাম ও শহরে জীবনে চিত্র প্রেক্ষিত রবীন্দ্র উপন্যাস	তন্নি নন্দী	৫৪৬
রবীন্দ্র উপন্যাসে নৈসর্গিক আলেখ্য : নির্বাচনের ভঙ্গিছায়া	সোমনাথ চ্যাটার্জী	৫৫৩
রবীন্দ্র উপন্যাসে রঙের ব্যবহার : একটি পর্যালোচনা	বিপুল পাল	৫৬২
আধুনিক ঔপন্যাসিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর	সাগর সরকার	৫৭৫
রবীন্দ্র উপন্যাসে বিশ্বভাবনা	সুশান্ত মণ্ডল	৫৮২
রবীন্দ্রনাথের শেষ পাঁচটি উপন্যাসে প্রেম-ভাবনা	স্বাগতা মণ্ডল	৫৯১
রবীন্দ্র উপন্যাসে প্রবাদ-প্রবচনের প্রয়োগ	রাজেন্দ্র চক্রবর্তী	৫৯৮
রবীন্দ্র উপন্যাসের নারী চরিত্রের প্রেক্ষণ বিন্দু থেকে সামাজিক শিক্ষার স্তর স্তরান্তর	নীলমণি সাহা রায়	৬১০

রবীন্দ্র উপন্যাসে রঙের ব্যবহার : একটি পর্যালোচনা

বিপুল পাল

রবীন্দ্রনাথ ভাষাশিল্পী। তিনি শুধু কবি নন কথাসাহিত্যিকও একাধারে। ১৯২৪ সাল নাগাদ তিনি ছবি আঁকা শুরু করেন। সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকে ভাষা দ্বারা সৃষ্টি কর্ম। কথাসাহিত্যিক হিসাবে তিনি এসময় নানা গল্প উপন্যাস রচনা করছেন। সম্পূর্ণ সাহিত্য জীবনে তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা বারো টি। তার মধ্যে পাঁচটি উপন্যাস ১৯২৪-১৯৪১ সালের মধ্যে রচিত। এই উপন্যাস গুলির মধ্যে তাঁর ছবি আঁকার প্রভাব পড়েছে বহুল পরিমাণে। এককথায় বলা যায় এই উপন্যাস গুলি চিত্র শিল্পী ও ভাষাশিল্পীর সম্মিলিত সৃষ্টি কর্ম। আমরা এই অধ্যায়ে এই পাঁচটি উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথের রঙের ব্যবহার দেখবার চেষ্টা করব। উপন্যাসগুলি হল- 'যোগাযোগ', 'শেষের কবিতা', 'দুইবোন', 'মালঞ্চ', 'চার অধ্যায়'।

'যোগাযোগ' উপন্যাসে রঙের ব্যবহার : বিষয়বস্তু, শৈলী প্রভৃতি সব দিক থেকে যোগাযোগের নিজস্ব রঙ যেন আলো আবছায়ার। যোগাযোগ উপন্যাসের ভাষায় যে কালার মিউজিক বেজে উঠেছে সেখানে ধ্বনিত হয়েছে লাল, নীল, ধূসর, কালো, সাদা, হলুদ, সবুজ, বাদামির বিভিন্ন সুর। উপন্যাসের ঘটনার পরিবেশ অনুসারে বদল হয়েছে রঙের ইঙ্গিত।

লাল রং রবীন্দ্রনাথের চোখে বিভিন্ন অর্থে প্রতিভাসিত হয়েছে। উপন্যাসের শুরুতেই দেখি লাল রঙ আভাসিত হয়ে উঠেছে রক্তে। "দেবী সেবার বাঁধা বরাদ্দর চেয়ে অনেক বেশি রক্ত আদায় করেছিল।"[১] নন্দরানীর বিধবার শ্বেত সজ্জা কে লাল রঙ দিয়ে জ্বালিয়ে প্রতিবাদী করে তুলেছেন "নন্দরানী কপালে মোটা করে সিঁদুর পরলেন, গায়ে জড়িয়া নিলেন লাল বেনারসি শাড়ি।"[২] হিন্দু সংস্কারে বিধবা দের লাল রঙ ধারণ নিষিদ্ধ। কিন্তু লাল রঙের শাল শ্যামার পরনে হয়ে উঠেছে কামনার রঙ। নিষিদ্ধ যৌবনের সুর বেঁধেছেন ঔপন্যাসিক। "...লণ্ঠনের একটা টিমটিমে আলো জ্বলছে সেইখানে এসেই মধুসূদন দেখলে একখান শাল গায়ে জড়িয়ে শ্যামা দাঁড়িয়ে।"৩ মধুসূদন ও কুমুর সম্পর্কের মধ্যেও লাল রঙ তার আপন সুর বাজিয়ে চলেছে।

কুমুর মনের কুসংস্কার যা মধুসূদন ও কুমুর বিবাহকে অনিবার্য করে তুলেছিল সেখানেও রঙ তার আপন সুর বাজিয়েছে। কুমু পণ করেছে, "বেজোড় সংখ্যার ফুলে জোড় মিলিয়ে সব-শেষে যেটি বাকি থাকে তার রঙ যদি ঠাকুরের মতো নীল